শেখ হাসিনার দর্শন
বাংলাদেশের উন্নয়ন।

উপজেলা পরিষদ
চকরিয়া, কক্সবাজার।

জুন/১৯ মাসের পঞ্চম চকরিয়া উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**জনাব ফজলুল করিম,** চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া।
সভার স্থান	:	উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন 'মোহনা' চকরিয়া।
সভার তারিখ ও সময়	:	২৪/০৬/২০১৯খ্রিঃ বিকাল : ২.০০ ঘটিকা।
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'তে সন্নিবেশিত (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় ও তার উপর বিশদভাবে আলোচনান্তে কোনরূপ পরিবর্তন বা সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অত:পর বিভাগ ভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র:নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা
০১.	<u>পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ</u> **উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া সভাকে জানান,** চকরিয়া উপজেলার দপ্তর প্রধানগণ ও ১৮টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানগণ আগামী পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ধাপে ধাপে তাঁর দপ্তরে চকরিয়া উপজেলার জন্য কি কি করণীয় রয়েছে এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধীকার দিয়ে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন তার তালিকা প্রস্তুত পূর্বক প্রেরণ করেন। উক্ত তালিকা গুলি একত্রি করে খসড়া বই আকারে প্রস্তুত করা হয়। উক্ত বিষয়ে সংযোজন-বিয়োজন না থাকলে মাসিক সভায় অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।	উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে, আগামী পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত খসড়া বইয়ের বিষয়ে কারো কোন আপত্তি না থাকায় পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা বই অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।
০২.	<u>উপজেলা পরিষদ প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন সংক্রান্ত ঃ</u> উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া বিগত সভার ৩নং অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্তের আলোকে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত) এর ১৫(১) ধারা অনুযায়ী নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানগণ তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দুই সদস্যবিশিষ্ট চেয়ারম্যান প্যানেল গঠনে একমত হয়েছে কিনা জানতে চান। ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় দুই সদস্যবিশিষ্ট চেয়ারম্যান প্যানেল গঠনে প্যানেল চেয়ারম্যান-১ নির্বাচনে তাদের নিজেদের মধ্যে একমতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে সভাকে জানান। উপজেলা চেয়ারম্যান, চকরিয়া সভাকে জানান যে, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়কে তাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে চেয়ারম্যান প্যানেল প্রস্তুত করার আইনের ১৫(১) ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছিল। কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যানগণ প্যানেল চেয়ারম্যান-১ পদটি উভয়ে চাওয়ায় তাদের মধ্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। এমতাবস্থায় একই আইনের ১৫(৪) ধারায় 'এই আইনের বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানের প্যানেলভুক্ত ভাইস চেয়ারম্যানগণ অযোগ্য হইলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যগণের মধ্য হইতে নতুন চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরী করা যাইবে' মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সভাপতি এই বিষয়ে পরিষদের সদস্যগণের থেকে মতামত আশা করেন। তিনি আরো জানান যে, বর্তমান নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান একজন প্রবীন রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি পরিষদের সকলের মুরব্বি। চকরিয়া উপজেলা একটি বৃহত্তর উপজেলা। ১৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে বিশাল এলাকা। উপকূলীয় এলাকা হওয়ায় প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। জনপ্রতিনিধিগণকে জীবনের ঝুঁকিনিয়ে দূর্যোগে আক্রান্ত লোকজনকে উদ্ধার করতে হয় এবং সরকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারী সংস্থার প্রধানদের সাথে বিভিন্ন সভা সেমিনারে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হয়। সেখানে যদি উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে কিছু কথা গুছিয়ে বলতে না পারে তাহলে পরিষদের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। ভাইস চেয়ারম্যান একজন সুবক্তা। তিনি এলাকার সমস্যা সমূহ সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে সক্ষম। তিনি এড্ভোকেট জহিরুল ইসলাম, সালাহ উদ্দিন সিআইপি সহ বর্তমান মাননীয় এমপি মহোদয়ের সাথে সমগ্র চকরিয়া উপজেলায় নির্বাচন করেছেন। তাই তিনি একজন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সকলের মুরব্বি হিসেবে তাকে প্যানেল চেয়ারম্যান-১ হিসেবে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে মেনে নিতে অনুরোধ করেন। পাশাপাশি প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন বিষয়ে সভার সদস্যগণের মতামত প্রদানের জন্য বলেন। চেয়ারম্যান, চিরিংগা ইউপি সভাকে জানান যে, প্যানেল চেয়ারম্যান-১ বা ২ এইগুলি তেমন কিছু মানে রাখেনা। উপজেলা চেয়ারম্যান যখন বিদেশে সফরে থাকে তখন প্যানেল চেয়ারম্যান-১ বা ২ হউক কারো চেকের কোন অথরিটি থাকেনা। এখানে একটি সিনিয়রিটি ও জুনিয়রিটি বিষয় আছে। উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে আমাদের সকলের সর্বসম্মতিক্রমে তা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নতুন এসেছে একটু শিখে নিলে পরবর্তীতে সে দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে উপরে উঠতে পারবে। আমি তিন তিন বারে নির্বাচিত চেয়ারম্যান আমি সহ আমাদের সকলের ছেয়ে বহু সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মকছুদুল হক চুট্টু। আমাদের তাকে সম্মান করা উচিৎ বলে মনে করি। তিনি সাবেক সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিম	১। চেয়ারম্যান প্যানেল গঠনের বিষয়ে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি সভার সদস্যগণকে তাদের নিজ নিজ মতামত প্রদানের জন্য বললে ১৩ (তের) জন ইউপি চেয়ারম্যান যথাক্রমে চিরিংগা, সাহারবিল, বরইতলী, বিএমচর, ডুলাহাজারা, হারবাং, খুটাখালী, বমুবিলছড়ি, ঢেমুশিয়া, বদরখালী, কৈয়ারবিল, পূর্ব বড় ভেওলা ও লক্ষ্যারচর ইউপি জনাব মকছুদুল হক চুট্টু, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া কে প্যানেল চেয়ারম্যান-১ করার জন্য মতামত দেন এবং কাকারা ও কোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যানদ্বয়, মাননীয় এমপি মহোদয় ও উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় বসে আলাপ-আলোচনা করে প্যানেল চেয়ারম্যান গঠন করতে মতামত প্রদান করেন এবং মেয়র, চকরিয়া পৌরসভা, ইউপি চেয়ারম্যান, ফাঁসিয়াখালী, সুরাজপুর-মানিকপুর ও পশ্চিম বড় ভেওলা ইউপি সভায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের মতামত পাওয়া যায়নি। ২। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগের মতামতের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় হতে জনাব মকছুদুল হক চুট্টু, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া কে প্যানেল চেয়ারম্যান-১ ও জনাব জেসমিন হক জেসি, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া কে প্যানেল চেয়ারম্যান-২ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। গঠিত চেয়ারম্যান প্যানেলের বিষয়ে মাননীয় জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার মহোদয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা-২ শাখায় অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।

	বড় ভেওলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ, সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক, মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা আওয়ামীলীগ, সাবেক, প্রচার সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, চকরিয়া উপজেলা আওয়ামীলীগ, সাবেক সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা শাখার দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান সরকার আওয়ামীলীগের সরকার উনার সাথে ইউনিয়ন থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত সম্পর্ক আছে। চকরিয়া একটি বন্যা কবলিত ও ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুপ এলাকা ১৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় প্রাকৃতিক দূর্যোগে মানুষের কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলি দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তে একমত পোষাণ করে ভাইস চেয়ারম্যান কে প্যানেল চেয়ারম্যান-১ ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান-২ হিসেবে প্রস্তাব করছি। চেয়ারম্যান, সাহারবিল ইউপি সভাকে জানান যে, এখানে দীর্ঘক্ষণ এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত দেবেন আজকের সভার সভাপতি। সভাপতির বক্তব্যের সাথে আমি একমত পোষণ করছি। ভাইস চেয়ারম্যান কে প্যানেল চেয়ারম্যান-১ করার ব্যাপারে আমি একমত। চেয়ারম্যান, বরইতলী, বিএমচর, ডুলাহাজারা, হারবাং, খুটাখালী, বমুবিলছড়ি, ঢেমুশিয়া, বদরখালী, কৈয়ারবিল, পূর্ব বড় ভেওলা ও লক্ষ্যারচর ইউপি সকলে সভার সভাপতির বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। তাঁর সকলে প্রবীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞ সংগঠক, সুবক্তা এবং সকলের মুরব্বি হিসেবে জনাব মকছুদুল হক চুট্টু, ভাইস চেয়ারম্যান কে প্যানেল চেয়ারম্যান- ১ হিসেবে এবং জনাব জেসমিন হক জেসি কে প্যানেল চেয়ারম্যান-২ হিসেবে মনোনিত করার জন্য তাদের নিজ নিজ মতামত প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, কাকারা ইউপি, সভাকে জানান যে, আমি মনে করি আমাদের মাননীয় সংসদ জাফর আলম বিএ(অনার্স)এমএ মহোদয় চাইলে ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় কে এক করতে পারবেন। আমি মনে করি ম্যানুয়ালের বাহিরে যাওয়ার সুযোগ নাই। তিনি এমপি মহোদয় ও উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় বসে আলাপ-আলোচনা করে চেয়ারম্যান প্যানেল প্রস্তুত করতে প্রস্তাব রাখেন। চেয়ারম্যান, কোনাখালী ইউপি, সভাকে জানান যে, উপস্থিত সকল চেয়ারম্যানগণ প্যানেল চেয়ারম্যান-১ হিসেবে জনাব মকছুদুল হক চুট্টু কে করার জন্য মতামত দিয়েছে। শুধুমাত্র কাকারা ইউপি চেয়ারম্যান ভিন্নমত দিয়েছে। যেটা হচ্ছে আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান এমপি মহোদয়ের সাথে সমন্বয় করার জন্য। এখানে কারো ভুল বুঝাবুঝির কারণ নেই। আপনি এই উপজেলায় আমাদের অভিভাবক, আমাদের উন্নয়নের কান্ডারী হচ্ছেন এমপি মহোদয়। তিনি কাকারা ইউপি চেয়ারম্যানের কথার সাথে একমত পোষণ করে এমপি মহোদয় ও উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় বসে সিদ্ধান্ত দিতে অনুরোধ করছি।		
০৩.	<u>ইউনিয়ন পরিষদের সুপারিশ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ :</u> ক. ১) চেয়ারম্যান, বরইতলী ইউপি সভাকে জানান যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৬৫/এ-৩ ফোল্ডার পহরচাঁদা বেড়িবাঁধ ভাংগা গুলি অতিদ্রুত মাটি দিয়ে ভরাট করা প্রয়োজন। ২) পহরচাঁদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। ৩) বরইতলী মিডল রোড় (আইডি আছে) বরইতলীর প্রায় ৪৮ হাজার জনগণ এই রাস্তা দিয়ে ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার একমাত্র রাস্তা। উক্ত রাস্তাটি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন, ডেইংগাকাটা সড়ক (আইডি আছে) মেরামত সহ অবশিষ্ট অংশ, মসনিয়া কাটা সড়ক (আইডি আছে), একতাবাজার হতে পুকখাইয়া জিরি সড়ক জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। খ. ১) চেয়ারম্যান, ঢেমুশিয়া ইউপি সভাকে জানান যে, ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের হেতালিয়াপাড়া ও ছয়কুড়িটিক্কা রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় উক্ত রাস্তা সমূহ জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। ২) ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের কোন নিজস্ব ভবন নাই। অতিদ্রুত ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের নতুন ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। ৩) ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম পার্শ্বে সমুদ্র। ঢেমুশিয়া ইউনিয়নের স্লুইচ গেইট গুলির দরজা নষ্ট হওয়ায় লবণাক্ত পানি ইউনিয়নে ঢোকে ফসল নষ্ট করছে। জরুরী ভিত্তিতে স্লুইচ গেইট গুলির দরজা মেরামত করার জন্য অনুরোধ করেন।	ক. ১। পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৬৫/এ-৩ ফোল্ডার পহরচাঁদা বেড়িবাঁধ ভাংগা গুলি অতিদ্রুত মাটি দিয়ে ভরাট করার জন্য এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। পহরচাঁদা সপ্রাবি এর পুরাতন জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ব ভবন ভেঙ্গে ফেলার জন্য উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। বরইতলী ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সভায় উপস্থাপিত রাস্তা সমূহ মেরামতের জন্য প্রক্কলন প্রস্তুত পূর্বক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ. ১। ঢেমুয়িশা ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সভায় উপস্থাপিত রাস্তা সমূহ মেরামতের জন্য প্রক্কলন প্রস্তুত পূর্বক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের নতুন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণে সমস্যা সমূহ সমাধান করে দ্রুত নতুন ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। ঢেমুশিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত স্লুইচ গেইট গুলির নষ্ট দরজা সমূহ এসও, পানি	ক. ১। এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া। ২। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া। ৩। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া। খ. ১। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া। ২। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া। ৩। এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড,

<table>
<tr><td></td><td></td><td>উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>গ.
১) চেয়ারম্যান, বমুবিলছড়ি ইউপি সভাকে জানান যে, দফাদার ও চৌকিদারগণ ঠিকমত পরিষদে দায়িত্ব পালন করে না। ১, ২, ৫, ৬, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের চৌকিদারগণ প্রায় সময় মোবাইল ফোন বন্ধ রাখে। দফাদার ও চৌকিদারের বেতনের সময় চেয়ারম্যানগণের প্রত্যয়ন নেওয়ার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।</td><td>গ.
১। বমুবিলছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক দফাদার ও চৌকিদারগণ ঠিকমত পরিষদের দায়িত্ব পালন না করা ও মোবাইল ফোন বন্ধ রাখার বিষয়ে অভিযোক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>গ.
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>২) বিলছড়ি মিশন রোড়ের কার্পেটিং রাস্তাটি ঠিকাদার কাজ করছেনা। জরুরী ভিত্তিতে কাজটি শেষ করার জন্য অনুরোধ করেন।</td><td>২। বিলছড়ি মিশন রোড়ের কার্পেটিং রাস্তাটি কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে ঠিকাদারকে তাগাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>২। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>৩) তিনি আরো জানান যে, তাঁর ইউনিয়নটি অবহেলিত। বর্তমান অর্থ বৎসরে পিআইও ব্রীজ বরাদ্দ দেওয়া হয় নাই। জরুরী ভিত্তিতে ২টি পিআইও ব্রীজ প্রয়োজন মর্মে সভাকে জানান।</td><td>৩। যে সমস্থ ইউনিয়নে পিআইও ব্রীজ বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি আগামীতে সে সমস্থ ইউনিয়ন সমূহে বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>ঘ.
১) চেয়ারম্যান, সাহারবিল ইউপি সভাকে জানান যে, সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদ হতে আটারকোম পর্যন্ত সড়কটির বেহাল অবস্থা। জরুরী ভিত্তিতে রাস্তাটির কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন।</td><td>ঘ.
১। সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদ হতে আটারকোম পর্যন্ত সড়কটির কাজ উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>ঘ.
১। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>২) মাইজঘোনা নাপিত পাড়ায় মাতামুহুরী নদীর ভাঙ্গন রোধ কল্পে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আগামী বর্ষায় নাপিতপাড়া সহ অনেক ঘরবাড়ি বিলিন হয়ে যাবে। জরুরী ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেন।</td><td>২। মাইজঘোনা নাপিত পাড়ায় মাতামুহুরী নদীর ভাঙ্গন রোধ কল্পে জরুরী ভিত্তিতে এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>২। এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>৩) ইউনিয়ন পরিষদ ভবন দ্রুত টেন্ডারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন।</td><td>৩। সাহারবিল ইউনিয়ন পরিষদের নতুন কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণে সমস্যা সমূহ সমাধান করে দ্রুত নতুন ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>৩। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>৪) চৌয়ারফাঁড়ি স্লুইচ গেইটের দরজা জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।</td><td>৪। চৌয়ারফাঁড়ি স্লুইচ গেইটের দরজা এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>৪। এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>৫) বর্ষার আগে ফোরইন মারা খাল বন্ধ করা না হলে এলাকা বন্যায় প্লাবিত হবে। জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন।</td><td>৫। বর্ষার আগে ফোরইনমারা খাল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td><td>৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।</td></tr>
<tr><td></td><td>ঙ.
১) চেয়ারম্যান, লক্ষ্যারচর ইউপি, সভাকে জানান যে, মাতামুহুরী নদীর চর দখল করে ব্রীজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান যে স্থাপনা তৈরি করেছে তার জন্য লক্ষ্যারচর ইউনিয়নের বিশাল অংশ নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যাবে বিধায় জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।</td><td>ঙ.
১। ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়াক ইমপ্রবমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) এর আওতায় মাতামুহুরী ব্রীজ নির্মাণের জন্য ব্রীজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাতামুহুরী নদীর চরে স্থাপনা নির্মাণের ফলে লক্ষ্যারচর ইউনিয়নের বিশাল অংশ বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে নদীগর্ভে বিলিন হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে নিম্নলিখিত কমিটি সরজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
কমিটি:
<table>
<tr><td>১.</td><td>সহকারী কমিশনার (ভূমি), চকরিয়া</td><td>আহ্বায়ক</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>প্রকৌশলী, ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়াক ইমপ্রবমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)</td><td>সদস্য</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>চেয়ারম্যান, লক্ষ্যারচর</td><td>সদস্য</td></tr>
</table></td><td>ঙ.
১। সংশ্লিষ্ট কমিটির সকল।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>২) নলবিলা বনবিভাগের আওতায় গত বৎসর পুনরায় সৃজিত বনায়নের উপকার ভোগীর তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে, নীতিমালা অনুসরণ করা হয় নাই। তালিকাটি যাচাই-বাছাই করার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>ইউপি</td><td></td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড চকরিয়া</td><td>সদস্য</td></tr>
</table>
২। নলবিলা বনবিভাগের আওতায় গত বৎসর পুনরায় সৃজিত বনায়নের উপকার ভোগীর তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম ও নীতিমালা অনুসরণ না করার অভিযোগের বিষয়ে তালিকাটি যাচাই-বাছাই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
</td>
<td>২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।</td>
</tr>
<tr>
<td>০৪.</td>
<td><u>উপজেলা কৃষি অফিস ঃ</u>
উপজেলা কৃষি অফিসার, চকরিয়া এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, চলতি খরিপ-১/১৯(আউশ) মৌসুমে ৮০০ হেক্টর আউশ ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮০৩ হেক্টর আউশ ধান আবাদ করা সম্পন্ন হয়েছে। চলতি খরিপ-১/১৯ (আউশ) মৌসুমে প্রনোদনা কর্মসুচির আওতায় ৫০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৫০০ বিঘা জমির জন্য সার, বীজ বিতরণ করা হয়। বর্তমানে মাঠে দন্ডয়মান আউশ ধানের অবস্থা ভাল। তাছাড়া অভ্যন্তরীন বোরো ধান সংগ্রহ ১৯ এর কৃষক তালিকা প্রায় ৬৫০ জনের মত পাঠানো হয়েছে। কৃষক তালিকা চলমান রয়েছে। অত্র উপজেলায় ১১৯৬ হেক্টর গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি আবাদ হয়েছে যাহা এখন উৎপাদন শেষ পর্যায়ে। অদ্য তারিখে ইউরিয়া ২৫০ মে:টন, টিএসপি ৮৫ মে:টন এমওপি ৫৫ মে:টন, ডিএপি ২২ মে:টন সার মজুদ রয়েছে। বর্তমানে রাসায়নিক সারের কোন সংকট নেই।</td>
<td>১। খরিপ-১ মৌসুমে আউশ ধানের ও আমন ধানের আবাদকে পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমন থেকে রক্ষা করতে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। স্লুইচ গেইট সমূহের কারা কারা আছে, কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হয়, কমিটির সদস্যগণের নাম্বার ও স্লুইচ গেইট সমূহ ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে কিনা এই বিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার নিয়মিত খোজখবর রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td>উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, চকরিয়া।</td>
</tr>
<tr>
<td>০৫.</td>
<td><u>স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ</u>
১। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া সভাকে জানান যে, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনাদি পুন:নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় দুইটি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান ও লটারীর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। দরপত্র অনুমোদন প্রদানের জন্য সভাকে অবহিত করেন।

২। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনাদি পুন:নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় দরপত্রের অবশিষ্ট ১,৪৯,৯০০/- টাকায় গাংচিল আবাসিক ভবন, গেজেটেড সেমিপাঁকা আবাসিক ভবন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনের অবশিষ্ট কাজের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন।

৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া সভাকে জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)’র আওতায় ৭,২৭,০০০/- টাকার বিশেষ বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত বরাদ্দ দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য সভাকে অবহিত করেন।
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>ইউনিয়নের নাম</th><th>প্রকল্পের নাম</th><th>টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>সুরাজপুর-মানিকপুর</td><td>সুরাজপুর-মানিকপুর ইউনিয়ন বিভিন্ন ওয়ার্ডে অগভীর নলকুপ স্থাপন কাজ</td><td>২,০০,০০০/-</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>ডুলাহাজারা</td><td>উলুবনিয়া সড়ক হতে বালুর চর সংযোগ সড়ক ফ্ল্যাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন</td><td>২,০০,০০০/-</td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>কাকারা</td><td>দক্ষিণ কাকারা আব্দুছ সালাম এর মার্কেট হতে জয়নাল আবেদীনের বাড়ি পর্যন্ত সলিং দ্বারা উন্নয়ন</td><td>২,০০,০০০/-</td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>পশ্চিম বড় ভেওলা</td><td>কেবি জালাল উদ্দিন সড়ক হতে ফোরকান আহমদ বাড়ি সড়ক সলিং দ্বারা উন্নয়ন</td><td>১,২৭,০০০/-</td></tr>
</table>
৪। চেয়ারম্যান, ঢেমুশিয়া ইউপি সভাকে জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের খাঁস পাড়া ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তার দুই পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ (ওয়ার্ড ০৭নং) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কাজ বাস্তবায়ন কালে জায়গার সমস্যার কারণে উক্ত সড়কে প্রাক্কলিত ব্যয় ঠিক রেখে এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করার জন্য অনুরোধ করেন। সেই মোতাবেক রিকাস্ট প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে।

৫। ইউপি চেয়ারম্যানগণ সভাকে জানান যে, কাজ বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সকল Tender প্রক্রিয়া e-gp’র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকে স্বাগত জানান। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনাই কিছু কিছু প্রকল্পের কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য Off-line Tender ও চালু রাখার জন্য মতামত পেশ করেন।

৬। চেয়ারম্যান, কোনাখালী ইউপি, তাঁর ইউনিয়নে কোনাখালী-ঢেমুশিয়া লাল ব্রীজটি</td>
<td>১। উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনাদি পুন:নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় দুইটি প্যাকেজের দরপত্র অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। উল্লেখিত প্রকল্পটি প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। প্রকল্প সমূহ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের শেষ পর্যায়ে হওয়ায় প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। প্রকল্পটি চাহিদা মোতাবেক রিকাস্ট প্রাক্কলন অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫। বাস্তবতার নিরিখে e-gp ও Off-line Tender উভয় চালু রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। কোনাখালী- ঢেমুশিয়া লাল ব্রীজটি</td>
<td>১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।
২। উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি), চকরিয়া</td>
</tr>
</table>

	এলজিইডি'তে বাস্তবায়নের জন্য সভাকে অবহিত করেন।	প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক এলজিইডি থেকে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০৬.	ত্রাণ বিভাগ ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) নন-সোলার খাতে সর্বমোট ৫৮০.৫৮ মে:টন খাদ্যশস্যের মধ্যে ৫৩৫.০০ মে:টন এযাবৎ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে। এবং নিজ জমিতে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের অধীন ৩১,০২,৩৭২/- টাকা ব্যয়ে ১২টি ঘরনির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। সোলার খাতে ১,৯৩,৫৩,৮৪৫.৫৪ টাকা ব্যয়ে ৫৪টি প্রকল্পে এযাবৎ পর্যন্ত ১,০৩,২০,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) নন-সোলার খাতে ১,৬২,৭৬,৮০২.৫১ টাকার মধ্যে ১,৪২,১০,৭৩০.০৯ টাকা ব্যয় হয়েছে। সোলার খাতে ১,৬৫,৮৬,১৪০.২৭ টাকার মধ্যে ৮০,০০,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে। ২য় পর্যায়ে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর কাজ প্রায় ৫০% সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সেতু/কালভার্ট প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং এইচবিবি প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্পের আওতায় ৪,০৪,৫৮,৪৬০.১৯ টাকা ব্যয়ে ২টি প্রকল্পের মধ্যে ৬৫% বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তিনি তাঁর দপ্তরের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন শতভাগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	অসমাপ্ত প্রকল্পের কাজের গতি তরান্বিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, চকরিয়া।
০৭.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: বিভাগ ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, চকরিয়া সভায় অনুপস্থিত থাকায় কার্যপত্র পাওয়া যায়নি।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা সভায় অনুপস্থিত থাকায় খুব প্রকাশ করা হয়। আগামী সভায় কার্যপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, চকরিয়া।
০৮.	উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর ঃ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কক্সবাজার এর অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনীর আওতায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তির তৃতীয় কিস্তির টাকা বিতরণ চলমান রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সকল ভাতাভোগীর নতুন বই বিতরণ শেষ হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৪র্থ কিস্তির টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। আশা করি জুলাই ৩১ এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সকল ভাতা বিতরণ সম্পন্ন হবে। এছাড়া সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের আওতায় জুন মাসে ১৫ স্কীমের বিপরীতে ৪,৫০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩,৭০,০০০/- টাকা পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী জরিপ চলমান রয়েছে।	১। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল ভাতা কার্যক্রম যথানিয়মে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। নিজস্ব উদ্ভাবনী ধারাণা ইনোভেশনের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সেবা সমূহ কিভাবে আরো সহজে জনগণের মাঝে প্রদান করা যায় তার কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, চকরিয়া।
০৯.	খাদ্য বিভাগ ঃ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চকরিয়া সভাকে জানান যে, বিগত ২৫/০৪/২০১৯খ্রি. তারিখ হতে কৃষকদের নিকট হতে ধান এবং চাল কল মালিকদের নিকট হতে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চকরিয়া উপজেলার ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫৫৬ মে:টন এবং চাল ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৯৮২ মে:টন। ২৩/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে ৪২০.৮৮০ মে:টন ধান ক্রয় হয়েছে এবং ৮৬০ মে:টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। ভিজিডি জুন মাসের চাল খাদ্য গুদাম থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। খাদ্য অফিসের অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলমান রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া সভাকে জানান যে, চকরিয়া উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান ও চাউল ক্রয় করবেন। কোন কৃষক তার ধান ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারেনি এমন যাতে না হয়। গুদামের সমস্যা থাকলে জানাতে বলেন। চিরিংগা এলএসডি'র নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত ২,৩ ও ৪নং গুদাম গুলি পাকিস্তান আমলে তৈরীকৃত গুদান। বর্তমানে উক্ত গুদাম গুলি ঝরাঝির্ণ অবস্থায় আছে। নিম্ন স্থানে অবস্থিত উক্ত গুদাম গুলিতে পানি উঠে। উক্ত গুদাম গুলি নতুন করে নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষতে জানাতে বলেন।	১। চকরিয়া উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। চিরিংগা এলএসডি'র নিম্নভূমিতে অবস্থিত পুরাতান ২, ৩ ও ৪নং গুদাম ঝরাঝির্ণ ও পানি উঠায় উক্ত গুদাম সমূহ নতুন করে নির্মাণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চকরিয়া।
১০.	উপজেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগ ঃ উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, বিগত মাসে উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর হতে গবাদী পশুর ঠিকা ৩৯১২টি, হাঁস মুরগীর টিকা প্রয়োগ ৩২০০০টি, গবাদী প্রাণির চিকিৎসা প্রদান ১২০৩টি, হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা প্রদান ২৯১০টি, কৃত্রিম প্রজনন ৫৭৯টি, উঠান বৈঠক ৩টি। এছাড়া দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান আছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া, আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল- আয্হা উপলক্ষ্যে চকরিয়া পৌরসভা ও সকল ইউনিয়নে গরু জবাইয়ের স্থান নির্দিষ্ট করা ও কোরবানিকৃত পশুর বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে মেয়র, চকরিয়া পৌরসভা ও ইউপি চেয়ারম্যানগণ এলাকায় বহুল প্রচার করতে বলেন।	১। গবাদী পশু ও বিভিন্ন খামারে রোগ বালাই প্রাদুর্ভাব রোধে মাঠ পর্যায়ে খামারীদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল- আয্হা উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট স্থানে গরু জবাই ও কোরবানিকৃত পশুর বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে মেয়র, চকরিয়া পৌরসভা	১। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, চকরিয়া। ২। মেয়র, চকরিয়া পৌরসভা ও ইউপি চেয়ারম্যান (সকল)।

		ও ইউপি চেয়ারম্যানগণ এলাকায় বহুল প্রচার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
১১.	উপজেলা শিক্ষা অফিস ঃ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, **SLIP** এর জন্য ১৩৭টি বিদ্যালয়ে মোট ৮৯,৮৫,০০০/- টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২(দুই) লক্ষ টাকা করে ৪০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ২টি বিদ্যালয়ে ১,৫৯,০০০/- টাকা করে ৩০,১৮,০০০/- টাকা, ২টি বিদ্যালয়ে ১,৫০,০০০/- টাকা করে ৩,০০,০০০/- টাকা, ৭৫টি বিদ্যালয়ে ৪০,০০০/- টাকা করে ৩০,০০,০০০/- টাকা, ওয়াস ব্লকের জন্য ১৭৮টি বিদ্যালয়ে ১৭,৮০,০০০/- টাকা দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ১৪১টি বিদ্যালয়ে ৫,০০০/- টাকা করে ৭,০৫,০০০/- টাকা, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য ১০,০০০/- টাকা করে ১৪১টি বিদ্যালয়ের জন্য মোট ১৪,১০,০০০/- টাকা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডিজাইন ক্রয় ৩০,০০০/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তিনি আরো জানান যে, ঢেমুশিয়া মোছারপাড়া সপ্রাবি এর সহকারী শিক্ষিকা জনাব আরেফা বেগম কে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মহোদয় প্রশাসনিক কারণে বদলী করায় উক্ত শিক্ষিকা বদলীকৃত বিদ্যালয়ে যোগদান না করে বিনা অনুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও বিভাগীয় উপ-পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে মানহানিকর বক্তব্য দিয়ে মানহানি করছে। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁর স্বামী জনাব আমিনুল ইসলাম প্রতিবাদিকে গ্রেফতার করেছে এবং শিক্ষিকাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার জন্য উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন।	১। উপজেলা শিক্ষা অফিসের সকল স্কুলের বরাদ্দ সমূহ দিয়ে সঠিকভাবে কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে **one day one word** শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। ঢেমুশিয়া মোছারপাড়া সপ্রাবি এর শ্রেণি কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, চকরিয়া। ২। ক) উপজেলা শিক্ষা অফিসার, চকরিয়া। খ) প্রধান শিক্ষক, সপ্রাবি (সকল)। ৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।
১২.	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ঃ উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, চকরিয়া সভাকে জানান যে, দূর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চকরিয়া উপজেলার ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিপূর্বে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করার জন্য ২০৫০টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করে। বর্তমানে আরও নতুন ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করা হবে। দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান আছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া সভাকে জানান যে, চকরিয়া উপজেলা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজেলা। এ উপজেলায় ১টি ডিগ্রী কলেজ, ৫টি ফাজিল মাদ্রাসা, ৬টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, ১টি আলিম মাদ্রাসা, ১টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৩৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৭টি দাখিল মাদ্রাসা ও ১০টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার না থাকায় দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত শূণ্য পদটি পূরণ করা প্রয়োজন।	১। দূর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়ার সাথে সমন্বয় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পূর্বক সুষ্ঠুভাবে প্রোগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। দীর্ঘদিন পর্যন্ত চকরিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের পদটি শূণ্য থাকায় দ্রুত অফিসার পদায়নের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪। কলেজ পর্যায়ে ফলাফলের মান বাড়াতে এবং বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫। মাল্টিমিডিয়া ক্লাস ঠিক মত হচ্ছে কিনা, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব সচল আছে কিনা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শন করে রিপোর্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা কে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া। ২। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, চকরিয়া।
১৩.	উপজেলা সমবায় অফিস ঃ উপজেলা সমবায় অফিসার, চকরিয়া সভাকে জানান যে, চলতি জুন/১৯ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহ হতে সর্বমোট ৫৭০০/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নিবন্ধন প্রাপ্ত ৬০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করত: উন্নতি ঘঠানো হচ্ছে। বর্তমানে কার্যক্রম সন্তোষজনক। বিভাগীয় দাপ্তরিক সকল কার্যাদি নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে।	১। আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঋণ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহে এখনো যারা স্কুলে যাচ্ছেনা তাদের চিহ্নিত করে স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। উপজেলা প: প: কর্মকর্তা আশ্রয় প্রকল্প সমূহে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে নজরদারী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, চকরিয়া। ২। -ঐ- ৩। উপজেলা প: প: কর্মকর্তা, চকরিয়া।

		৪। আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহ মেরামত করার প্রয়োজন আছে কিনা তা পরিদর্শন পূর্বক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫। সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), চকরিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প গুলিতে সুপেয় পানির জন্য টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	৪। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, চকরিয়া। ৫। সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), চকরিয়া।
১৪.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান আছে। বিপুল পরিমান স্বল্প মেয়াদি সেবার সাথে গতমাসে ১০ বৎসর মেয়াদি **IUD(CT)** সেবা দেওয়া হয়েছে ৫৭জন মহিলাকে, ৩ বৎসর মেয়াদি **Implant** সেবা দেওয়া হয়েছে ২০ জনকে, স্থায়ী সেবা পুরুষ ১জন, মহিলা ৯ জনকে সেবা দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও প:প: কেন্দ্রে ডেলিভারী সেবা দেওয়া হয়েছে ৪১ জন মহিলাকে। আগামী ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে আগাম আমন্ত্রণ জানান।	১। দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত কল্পে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে লোকবল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প: প: কর্মকর্তা, চকরিয়া।
১৫.	মহিলা বিষয়ক বিভাগ ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, দপ্তরের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে চলতেছে। সকল ভাতা কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এছাড়াও অফিসের সকল কাজ সুন্দরভাবে চলমান আছে। দুটি ট্রেডে প্রতি তিনমাস অন্তর অন্তর প্রশিক্ষণ চলমান আছে।	মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি, ল্যাকটেটিং মাদার এর অনলাইন ডাটাবেইজের কার্যক্রম সহ দপ্তরের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বলা হল।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চকরিয়া।
১৬.	মৎস্য বিভাগ ঃ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, সরকার আগামী ২০ মে হতে ২৩ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ৬৫ (পয়ষট্টি) দিন সাগর ও উপকূলীয় এলাকায় সকল প্রকার মৎস্য ও চিংড়ি নিধন/ধরা বন্ধে সকল প্রকার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌকা/ট্রলার চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই সময় সাগর এলাকায় সকল প্রকার মাছ ধরা বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।	১। আগামী ২০ মে হতে ২৩ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ৬৫ (পয়ষট্টি) দিন সাগর ও উপকূলীয় এলাকায় সকল প্রকার মাছ ধরা ও সকল প্রকার যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌকা/ট্রলার চলাচল বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকল কে সহযোগিতা করার ও প্রয়োজনে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের কার্ড প্রদান করা হয়েছে কিনা ও ভিজিএফ সকলে পেয়েছে কিনা তা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া।
১৭.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, চকরিয়া অনুপস্থিত থাকায় কার্যপত্র পাওয়া যায়নি।	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সভায় অনুপস্থিত থাকায় খুব প্রকাশ করেন। আগামী সভায় কার্যপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, চকরিয়া।
১৮.	পল্লী উন্নয়ন অফিস ঃ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, চলতি মাসে শেয়ার আদায় হয় ৭০০০/-টাকা, সঞ্চয় আদায় হয় ২৬০০০/-টাকা, ১টি সমিতির ২১জন সদস্যের বিপরীতে ৩,০৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, আবর্তক ঋণ আদায় ১,২১,০০০/- টাকা, বীর মুক্তিযোদ্ধার ঋণ আদায় ১৫,০০০/-টাকা। সমিতি/দল পরিদর্শন করা হয়েছে ০৩টি। সমিতি অডিট করা হয়েছে ০৩টি। দাপ্তরিক অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান আছে।	দপ্তরের ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম সহ সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম আরো গতিশীল করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, চকরিয়া।
১৯.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঃ সহকারি প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চকরিয়া সভাকে জানান যে, অধিদপ্তরের প্রকল্প সমূহ ধারাবাহিক চলমান বিধায় প্রকল্প সমূহের আওতায় কাজ সমূহ চলমান রয়েছে। চলতি অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ সমূহের কাজ অত্র অর্থবছরেই সম্পন্ন হবে। দপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রমে স্বাভাবিকভাবে চলমান আছে।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প সমূহ ও প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সহকারী প্রকৌশলী, (জনস্বাস্থ্য), চকরিয়া।
২০.	বন বিভাগ ঃ রেঞ্জ কর্মকর্তা, ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জ সভাকে জানান যে, ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জের ডুলাহাজারা বিটে ১৫.০ হেঃ **A.N.R (Assisted Natural Regeneration)** বাগান এবং ফাঁসিয়াখালী বিটে ২০.০ হেঃ **A.N.R** বাগান সৃজনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সুরক্ষায় এ বাগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও কাকড়া বিটে ১০.০ হেঃ দীর্ঘ মেয়াদী বাগান এবং মানিকপুর বিটে ৮০.০ হেঃ স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন কাজ চলমান আছে। চলতি বর্ষা মৌসুমে অত্যন্ত দ্রুততার সহিত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হবে। বন, বনায়ন ও বনভূমি রক্ষায় স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সুশীল সমাজের বলিষ্ট কার্যকরী ভূমিকা আশা করেন। তিনি আরো জানান যে, ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জের মানিকপুর বিটের মানিকপুর মৌজার আর.এস ২১৮	১। বন, বনায়ন ও বনভূমি রক্ষায় স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সুশীল সমাজ বন বিভাগকে সার্বিক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চকরিয়া	১। ক) রেঞ্জ কর্মকর্তা, ফাঁসিয়াখালী ও ফুলছড়ি রেঞ্জ। খ) স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সুশীল সমাজ সংশ্লিষ্ট সকল। ২। সহকারী

	ক ২০৮ সরকারি গেজেট ভূক্ত রক্ষিত বনভূমি। আর.এস রেকর্ড এর সময় উক্ত ভূমি খতিয়ান নং ৭২৮, ৭৩১, ৭৩০ মূলে যথাক্রমে জনাব মফিজুর রহমান, জনাব মহাং মিঞা এবং জনাব নূর আহাম্মদ এর নামে ৫.৩২ একর সম্পত্তির মধ্যে ৩.৫৫ একর তাদের নামে রেকর্ড হয়। উল্লেখিত খতিয়ানগুলি যথাযথ/সঠিক কিনা তা নিরূপন করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে সহকারী কমিশনার (ভূমি), চকরিয়া মহোদয়ের সাহায্য কামনা করেন। ইতাছাড়া উক্ত সম্পত্তির সাথে বনবিভাগের অন্যান্য দাগ সম্পর্কিত হওয়ায় সীমানা নির্ধারণ না করে কোনরূপ উন্নয়ন কাজ যাতে রেকর্ডকারীগণ করতে না পারে সে জন্য সাহায্য কামনা করেন। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কিছুসংখ্যক ভূমি দস্যু উক্ত দাগের পার্শ্ববর্তী অংশের বন দখল এবং ঘরবাড়ি নির্মাণ করার পায়তারা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে জবরদখল প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকলের সাহার্য্য কামনা করেন। রেঞ্জ কর্মকর্তা, ফুলছড়ি রেঞ্জ সভাকে জানান যে, ফুলছড়ি বিটে ২০১৮-১৯ সনে ৩০.০ হে: স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজনের কাজ চলমান আছে এবং ১০.০ হে: স্বল্প মেয়াদী দ্বিতীয় আবর্তের বাগান সৃজনের কাজ শেষ পর্যায়ে। মেধাকচ্ছপিয়া বিটে ২০.০ হে: পশুখাদ্যের বাগান ও ২০.০ হে: **A.N.R (Assisted Natural Regeneration)** বাগান সৃজনের কাজ চলমান আছে। অতি দ্রুততার সাথে বাগান সৃজনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। বন, বন্যপ্রাণী ও বনভূমি রক্ষায় সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সুশীল সমাজের প্রতি অনুরোধ করেন।	কাগজপত্র, খতিয়ান, পূর্বের রেকর্ড, পরবর্তী রেকর্ড বিবেচনায় নিয়ে বনবিভাগ কে সাথে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক সভাকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। নলবিলা বিটের যেই জায়গাটি বর্তমানে অবৈধভাবে কিছু অসাধু লোকজনের দখলে রয়েছে উক্ত জায়গাটি সহকারী কমিশনার (ভূমি), চকরিয়াকে নিয়ে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কমিশনার (ভূমি), চকরিয়া। ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি), চকরিয়া।
২১.	উপজেলা পরিসংখ্যান অধিদপ্তর ঃ উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, চকরিয়া সভাকে জানান যে, মে/১৯ মাসের কৃষি শুমারি-২০১৯ এর ২৫/০৫/২০১৯খ্রি. হতে ৩০/০৫/২০১৯খ্রি. পর্যন্ত মোট ০৬(ছয়) দিন গণণাকারি ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ০৯/০৬/২০১৯খ্রি. হতে ২০/০৬/২০১৯খ্রি. পর্যন্ত মোট ১২(বার) দিন মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে ২৫/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখে জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, কক্সবাজার এ জমা প্রদান হবে এবং অত্র কার্যালয়ের কৃষি সংক্রান্ত ফসলের প্রতিবেদন জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।	উপজেলা পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের বিভিন্ন শুমারি কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মিত মাসিক সভায় রিপোর্ট প্রদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, চকরিয়া।
২২.	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঃ আবাসিক প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), চকরিয়া সভাকে জানান যে, চকরিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন এলাকার লো-ভোল্টেজ সমস্যা এবং ৬০ কি:মি: দীর্ঘ সোর্স লাইনের কারণে বন্ধ হলে চেক করে চালু করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হওয়ায় সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে গত ২/৬/১৯খ্রি. তারিখ কক্সবাজার-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়কে চকরিয়ায় ১টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানালে মাননীয় সাংসদ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং চকরিয়ায় গ্রীড উপকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিও পাঠাতে সম্মত হন। তিনি আরো জানান যে, চকরিয়া উপজেলায় লোডের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১টি নতুন পাওয়ার ট্রান্সফরমার স্থাপন কাজ চলছে যা আগামী সেপ্টেম্বর/১৯ এর মধ্যে চালুর প্রচেষ্টা রয়েছে। মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র হতে চকরিয়া কাছাকাছি হওয়ায় মাতারবাড়ী গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ১টি ৩৩ কেভি নতুন লাইন নির্মাণের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে।	১। সরকারী বিভিন্ন দপ্তর ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিল পরিশোধের বিষয়ে সকলে সার্বিক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। বর্ষায় বিদ্যুতের লোডশেডিং বন্ধে রাস্তার পার্শ্বের গাছের ডালপালা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আবাসিক প্রকৌশলী, (বিদ্যুৎ), চকরিয়া।
২৩.	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ঃ ডিজিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জোনাল অফিস, চকরিয়া সভাকে জানান যে, চলমান রমজানে এখন পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ পাওয়ায় পল্লী বিদ্যুৎ এলাকা সমূহে কোন লোডশেডিং নাই। গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক আছে। শতভাগ বিদ্যুতায় কার্যক্রম চকরিয়া-১ অপগ্রেড কাজ (১৫mw হতে ২৫ mw) ও মাতামুহুরী নদীর দুই পার্শ্বে নতুন টাওয়ার নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎ বিল আদায় কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এবিষয়ে উপজেলা প্রশাসন সহ সকল দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন। দাপ্তরিক অন্যান্য কাজ স্বাভাবিক চলমান।	১। সরকারী বিভিন্ন দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিল পরিশোধের বিষয়ে সকলে সার্বিক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। বর্ষায় বিদ্যুতের লোডশেডিং বন্ধে রাস্তার পার্শ্বের গাছের ডালপালা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ডিজিএম,পবিস, জোনাল অফিস, চকরিয়া।
২৪.	আমার বাড়ি আমার খামার ঃ উপজেলা সমন্বয়কারী, আমার বাড়ি আমার খামার, চকরিয়া অনুপস্থিত থাকায় কার্যপত্র পাওয়া যায়নি।	উপজেলা সমন্বয়কারী, এবাএখা, চকরিয়া সভায় অনুপস্থিত থাকায় খুব প্রকাশ করা হয়। আগামী সভায় কার্যপত্র সহ উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা সমন্বয়কারী, আমার বাড়ি আমার খামার, চকরিয়া।
২৫.	সড়ক ও জনপথ বিভাগ ঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সওজ, চকরিয়া সভাকে জানান যে, চকরিয়া উপজেলার আওতাধীন চকরিয়া সড়ক উপ-বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্প ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইয়াংছা-মানিকপুর-শান্তিবাজার সড়কটির দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। বিভাগীয় অন্যান্য কাজ সমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলমান আছে।	সড়ক ও জনপথ বিভাগের চলমান কাজ সমূহ দ্রুত সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, চকরিয়া।
২৬.	পানি উন্নয়ন বোর্ড ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া, নতুন এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া কে স্বাগত জানান। তিনি এলাকা সম্পর্কে ধারণা নিতে বলেন। কোথায় কি কি কাজ করতে হবে সেই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেন।	চকরিয়া উপজেলার স্লুইচ গেইট গুলির বর্তমান অবস্থা ও কি কি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন আছে তা চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এসও, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চকরিয়া।
২৭.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চকরিয়া সভাকে জানান যে, চকরিয়া উপজেলায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৭৪টি প্রাক-প্রাথমিক, ০১টি বয়স্ক ও ১৩৪টি সহজ কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া এ কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষে ০৫টি রিসোর্স	১। সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে নিয়মিত প্রতিটি মসজিদে জুমার খুতবায় ঈমামগণ আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চকরিয়া।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>সেন্টারের ০৫জন কেয়ারটেকার রয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্র শিক্ষকগণ ৪৫০০/- টাকা হারে মাসিক সম্মানী পাচ্ছে। চকরিয়া উপজেলার জন্য গত বছরের যাকাত ফান্ড হতে ৬৬,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যাকাত পাওয়ার উপযুক্ততা বিবেচনায় ১১জন প্রার্থী নির্বাচন পূর্বক ৩০/০৫/২০১৯খ্রি. তারিখ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে ৬০০০/- টাকা হারে চেক মারতফত ১১জনকে প্রদান করা হয়। এছাড়া এ বছর সরকারী যাকাত ফান্ডে ৮২,০০০/- টাকা কালেকশন করে জমা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো জানান যে, সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিবাদ, ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মসজিদে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় তা বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং চলমান। বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চকরিয়া অফিসটি মডেল মসজিদের জায়গায় অবস্থিত। মডেল মসজিদ সংক্রান্ত টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। যেকোন সময় অফিসটি ভেঙ্গে ফেলতে পারে। এমতাবস্থায়, উপজেলা কমপ্লেক্সে ২/৩টি কক্ষ বিশিষ্ট ঘর পাওয়া স্বাপেক্ষে অফিসটি স্থানান্তর করা যেতে পারে।</td>
<td>২। বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চকরিয়া অফিসটি উপজেলা নির্বাহী অফিসার চকরিয়া মহোদয়ের সাথে সমন্বয়ক করে অন্যত্র স্থানান্তর করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২৮.</td>
<td><u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ঃ</u>
স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস, চকরিয়া অনুপস্থিত থাকায় কার্যপত্র পাওয়া যায়নি।</td>
<td>স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস, চকরিয়া সভায় অনুপস্থিত থাকায় খুব প্রকাশ করা হয়। আগামী সভায় কার্যপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।</td>
<td>স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস, চকরিয়া।</td>
</tr>
<tr>
<td>২৯.</td>
<td><u>বিবিধ-০১ ঃ</u>
উপজেলা হিসাব রক্ষণ দপ্তরের টয়লেট ও পানির ফাইপ লাইন মেরামত বাবদ ২৫,০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকার বিল ভাউচার উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার, চকরিয়া প্রদান করেন। উক্ত বিল উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।</td>
<td>উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকার ৫(ট) বিধি মোতাবেক উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে উক্ত বিল পরিশোধ করার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td>উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।</td>
</tr>
<tr>
<td>২৯.</td>
<td><u>বিবিধ-০২ ঃ</u>
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া সভাকে জানান যে, ফাঁসিয়াখালী, হারবাং ও কাকারা ইউনিয়নে আসন্ন বর্ষার আগে ব্রীজের এপ্রোচ ও সড়ক জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করার জন্য আবেদন করেন। নিম্নোক্ত প্রকল্প সমূহ জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দের্শিকার ৫(ঘ) অনুচ্ছেদের আলোকে বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি প্রাক্কলন প্রস্তুত করার বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন।
<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>ইউনিয়নের নাম</th><th>প্রকল্পের নাম</th><th>প্রাক্কলিত মূল্য</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>ফাঁসিয়াখালী</td><td>হাজিয়ান মাদ্রাসা মসজিদ সংলগ্ন সড়ক এইচবিবি দ্বারা মেরামত</td><td>২,০০,০০০/-</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>হারবাং</td><td>হারবাং উচচ বিদ্যালয় হতে ভূমি অফিস সড়ক এইচবিবি দ্বারা মেরামত</td><td>২,০০,০০০/-</td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>কাকারা</td><td>কাকারা মানিকপুর সড়কের গোয়ালিয়া ছড়া ব্রীজের এপ্রোচ মেরামত।</td><td>১,০০,০০০/-</td></tr>
</table></td>
<td>উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে উল্লেখিত প্রকল্প সমূহের প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td>১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া।
২। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চকরিয়া।</td>
</tr>
<tr>
<td>২৯.</td>
<td><u>বিবিধ-০৩ ঃ</u>
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া সভাকে জানান যে, ৬৫নং ফোল্ডারের কোনাখালী ১নং ওয়ার্ড সংলগ্ন ৫নং স্লুইচ গেইট জনাব আবুল কালাম, পিতাঃ মৃত আজম উল্লাহ, সাং: কোনাখালী, ১নং ওয়ার্ড, চকরিয়া কে সভাপতি করে ও ৬৫নং ফোল্ডারের কোনাখালী ৩নং ওয়ার্ডে (দিয়ারপাড়া সংলগ্ন) ৪নং স্লুইচ গেইট জনাব মনির উদ্দিন (এমইউপি), পিতাঃ মৃত জাফর আলম, সাং: মধ্যম কোনাখালী, চকরিয়া কে সভাপতি করে দুইটি স্লুইচ গেইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি'র আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।</td>
<td>৬৫নং ফোল্ডারের কোনাখালী ১নং ওয়ার্ড সংলগ্ন ৫নং স্লুইচ গেইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনাব আবুল কালাম কে সভাপতি করে ও ৬৫নং ফোল্ডারের কোনাখালী ৩নং ওয়ার্ডে (দিয়ারপাড়া সংলগ্ন) ৪নং স্লুইচ গেইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনাব মনির উদ্দিন (এমইউপি) কে সভাপতি করে দাখিলকৃত স্লুইচ গেইট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদ প্রদান ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</td>
<td>উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চকরিয়া, কক্সবাজার।</td>
</tr>
</table>

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ফজলুল করিম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চকরিয়া, কক্সবাজার।

স্মারক নং : ০৫.২০.২২১৬.০০০.০০.২০১৯-৮৭৪

তারিখ : ২৪/০৬/২০১৯খ্রিঃ।

<u>অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হল।</u>

০১. মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ২৯৪ নির্বাচনী এলাকা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, কক্সবাজার-১।
০২. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
০৪. জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।
০৫. পুলিশ সুপার, কক্সবাজার।
০৬. সিভিল সার্জন, কক্সবাজার।

০৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার।
০৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার।
০৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কক্সবাজার।
১০.	সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইন্সপেকশন ও ইভ্যালুয়েশন উইং, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১.	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া।

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ
জনাব .... চকরিয়া, কক্সবাজার।

(নূরুদ্দীন মুহাম্মদ শিবলী নোমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চকরিয়া, কক্সবাজার।
☏ ০৩৪২২-৫৬০৫০
✉ **unochakaria2@gmail.com**

২৪/০৬/২০১৯খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ মাসিক সাধারণ সভার উপস্থিতির স্বাক্ষর (পরিশিষ্ট-'ক')

ক্র:নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
০১.	জনাব মকছুদুল হক চুট্টু, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া	স্বাক্ষরিত
০২.	" জেসমিন হক জেসি চৌধুরী, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া।	"
০৩.	" মহসিন বাবুল, চেয়ারম্যান, সাহারবিল ইউপি, চকরিয়া	"
০৪.	" মোঃ মাজহারুল ইসলাম, রেঞ্জ কর্মকর্তা, ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জ, চকরিয়া	"
০৫.	" সৈয়দ আবু জাকারীয়া, রেঞ্জ কর্মকর্তা, ফুলছড়ি রেঞ্জ, চকরিয়া	"
০৬.	" জালাল আহমদ সিকদার, চেয়ারম্যান, বরইতলী ইউপি, চকরিয়া	"
০৭.	" এস.এম জাহাঙ্গীর আলম, চেয়ারম্যান, বিএমচর ইউপি, চকরিয়া	"
০৮.	" নুরুল আমিন, চেয়ারম্যান, ডুলাহাজারা ইউপি, চকরিয়া	"
০৯.	" ডাঃ সুপন নন্দী, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, চকরিয়া	"
১০.	" মোঃ মিরানুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, হারবাং ইউপি, চকরিয়া	"
১১.	" মোঃ মাহবুবর রহমান, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য দপ্তর, চকরিয়া	"
১২.	" মোঃ নাজমুল হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিস, চকরিয়া	"
১৩.	" মোহাম্মদ আমির হোসেন, সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চকরিয়া	"
১৪.	" হামিদুল্লাহ মিয়া, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, চকরিয়া	"
১৫.	" মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, চকরিয়া	"
১৬.	" মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, চেয়ারম্যান, খুটাখালী ইউপি, চকরিয়া	"
১৭.	" আব্দুল মতলব, চেয়ারম্যান, বমুবিলছড়ি ইউপি, চকরিয়া	"
১৮.	" মোঃ আনোয়ারুল আরিফ, চেয়ারম্যান, পূর্ব বড় ভেওলা ইউপি, চকরিয়া	"
১৯.	" আবু আহসান মুঃ আজিজুল মোস্তফা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সওজ, চকরিয়া সড়ক উপ-বিভাগ	"
২০.	" মোঃ হাসানুজ্জামান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বদরখালী, চকরিয়া	"
২১.	" খাইরুর বশর, চেয়ারম্যান, বদরখালী ইউপি, চকরিয়া	"
২২.	" মোছাম্মদ হাবিবা জাহান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চকরিয়া	"
২৩.	" গুলশান আক্তার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, চকরিয়া	"
২৪.	" আমীর মোহাম্মদ ইমন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, চকরিয়া	"
২৫.	" শফিউদ্দিন আহাম্মদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চকরিয়া	"
২৬.	" প্যানেল চেয়ারম্যান, পশ্চিম বড় ভেওলা ইউপি, চকরিয়া	"
২৭.	" এম.এ মান্নান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, চকরিয়া	"
২৮.	" মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, চকরিয়া	"
২৯.	" এস.আই রুহুল আমিন, চকরিয়া থানা	"
৩০.	" রতন বিশ্বাস, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, চকরিয়া	"
৩১.	" কমল কান্তি পাল, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি), চকরিয়া	"
৩২.	" প্রভংকর বড়ুয়া, সহকারী পঃ পঃ কর্মকর্তা, চকরিয়া	"
৩৩.	" মইন উদ্দীন আহম্মদ, আবাসিক প্রকৌশলী, বিউবো, চকরিয়া	"
৩৪.	" মোঃ মোসাদ্দেকুর রহমান, ডিজিএম, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, চকরিয়া	"
৩৫.	" মিথেন চাকমা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, চকরিয়া	"
৩৬.	" শওকত ওসমান, চেয়ারম্যান, কাকারা ইউপি, চকরিয়া	"
৩৭.	" বিধান কান্তি রুদ্র, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চকরিয়া	"
৩৮.	" সুনীল দত্ত, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চিরিংগা এলএসডি, চকরিয়া	"
৩৯.	" ডাঃ মোঃ মুজিবুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা (ভাঃ), চকরিয়া	"
৪০.	" গোলাম মোস্তফা কায়ছার, চেয়ারম্যান, লক্ষ্যারচর ইউপি, চকরিয়া	"
৪১.	" দিদারুল হক সিকদার, চেয়ারম্যান, কোনাখালী ইউপি, চকরিয়া	"
৪২.	" আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন, চেয়ারম্যান, চিরিংগা ইউপি, চকরিয়া	"
৪৩.	" মক্কী ইকবাল হোসেন, চেয়ারম্যান, কৈয়ারবিল ইউপি, চকরিয়া	"